যুগান্তর

তারিখ 03 APR. 20
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

ঠিকাদারদের হত্যার হুমকি

হাবিপ্রবিতে ১৮ কোটি টাকার টেন্ডার ফেলতে বাধা

দিনাজপুর প্রতিনিধি

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের আবাসিক হল ভবন নির্মাণে ১৮ কোটি টাকার দরপত্র জমা দিতে দেয়নি শাসক দলের হেভিওয়েট নেতাকর্মীরা। এ নিয়ে ঠিকাদারদের মাঝে চরম ক্ষোভের সঞ্চার সৃষ্টি হয়েছে। ঠিকাদারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়ায় বেশ কয়েকজন ঠিকাদার দিনাজপুর কোতোয়ালি থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন। এছাড়া দরপত্র বাতিলের দাবিতে ঠিকাদাররা প্রধানমন্ত্রী-ভিসিসহ বিভিন্ন স্থানে লিখিত অভিযোগ করেছেন। জানা গেছে, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ভবন নির্মাণের জন্য মঙ্গলবার দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ৩১টি দরপত্র ক্রয় করেন ঠিকাদাররা। দরপত্র ফেলার নির্দিষ্ট সময় ছিল মঙ্গলবার ১২টা ৪৫ মিনিট। হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়সহ জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে রক্ষিত ছিল টেন্ডার বাক্স। ঠিকাদাররা দরপত্র ফেলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের কতিপয় নেতার উপস্থিতিতে ৩০-৪০ জন উচ্ছৃঙ্খল যুবক অফিসের গেট আটকিয়ে ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে অস্ত্রের মুখে টেন্ডার বাক্সে টেন্ডার ফেলতে দেয়নি। একইভাবে জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে ঠিকাদাররা যেন দরপত্র ফেলতে না পারে সে জন্য পাহারার ব্যবস্থা করেছে শাসক দলের টেন্ডারবাজ নেতাকর্মীরা। তবে ওই টেন্ডারবাজদের পক্ষ থেকে মাত্র একটি দরপত্র ফেলা হয়। এ ব্যাপারে দিনাজপুর শহরের উত্তর বালুবাড়ী প্রথম শ্রেণীর সরকারি ঠিকাদার ও সাধারণ ব্যবসায়ী মো. নাজির হোসেন, মেসার্স আলিপা ট্রেডার্স ঠিকাদার আলিতা প্লাজা (৩য় তলা) ঢাকা, রোড ১০, বাড়ী ১, ধানমণ্ডি **টেন্ডার : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪**

টেন্ডার : কোটি টাকার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আর/এ, ঢাকা-১২০৭ ও নীলা কন্সট্রাকশন, ঠিকাদার, উত্তর বালুবাড়ীসহ অন্য ঠিকাদাররা বাক্সে টেন্ডার ফেলতে না পারায় তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি দরপত্রের আহ্বায়ক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর মো. রুহুল আমীনকে লিখিতভাবে অবহিত করেন। প্রাণে মেরে ফেলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করায় ঠিকাদার মো. নাজির হোসেন বৃহস্পতিবার দিনাজপুর কোতোয়ালি থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন। ঠিকাদাররা জানান, প্রতিযোগিতামূলকভাবে দরপত্র ফেলা হলে সরকারের প্রায় ১ কোটি টাকা রাজস্ব সাশ্রয় হতো।

এদিকে ঠিকাদাররা দরপত্রটি বাতিল করে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করে প্রতিযোগিতামূলকভাবে সব ঠিকাদারকে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম, শিক্ষা সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি, জেলা প্রশাসক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হাবিপ্রবিসহ বিভিন্ন স্থানে ডাকযোগে অভিযোগপত্র প্রদান করেছেন।